ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা - নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, ক্ষমতাসীন দল/ জোট, বিরোধী রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, নাগরিক সমাজ, সংবাদ-মাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, ভোটার ও ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা । সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ - নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ তা পর্যালোচনা করা। টিআইবি'র বর্তমান প্রকল্পের আওতাধীন রয়েছে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম; তারই ধারাবাহিকতায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংঘটিত দুর্নীতি রোধকল্পে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করেছে টিআইবি। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

১. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও প্রার্থী, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটুকু আইনানুগভাবে অনুসরণ করেছেন তা পর্যালোচনা করা;
২. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলন করা; এবং
৩. নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা:
৪. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যমান পরিস্থিতি উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এ গবেষণায় গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারদের সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বাছাইকৃত আসনের বাছাইকৃত প্রার্থীদের কার্যক্রমের ওপর পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি আসন থেকে ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে, প্রত্যেক আসনে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রধান দুটি দল/ জোটের প্রার্থী বাছাই করে প্রার্থী ও তাদের কার্যক্রমের ওপর তথ্য সংগ্রহ; কোনো আসনে তৃতীয় কোনো শক্তিশালী প্রার্থী থাকলে তাকেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এভাবে গবেষণায় মোট ১০৭ জন প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এ গবেষণাকে কি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বলা যায়? এ গবেষণার সাথে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পার্থক্য কী?

উত্তর: এ গবেষণাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বলা যাবে না কারণ এ গবেষণায় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার মতো শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন বিভিন্ন আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোট প্রদান ও গ্রহণের তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি, বরং নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সারা দেশ থেকে ৫০টি আসন দৈবচয়নের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে, এবং সেসব আসন থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত,

এ গবেষণায় পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ভূমিকার ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায়ে যথা নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও অন্যান্য অংশীজনের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: এই গবেষণায় বিবেচিত সময় নভেম্বর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত। বর্তমান প্রতিবেদন তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে পরিমাণগত গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।। সংগৃহীত তথ্যের মান অক্ষুণ্ন রাখতে এবং ভুল তথ্য পরিহার করতে টিআইবি'র ৫জন বিশিষ্ট গবেষক দল ৬ জন তত্ত্বাবধায়কের সহায়তায় ৫০জন মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এ গবেষণায় যেসব বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ।

প্রশ্ন ৮: গবেষণায় সার্বিক পর্যবেক্ষণগুলো কী কী?

উত্তর: নির্বাচন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ যেসবক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি তার মধ্যে রয়েছে নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া, সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, বিরোধীদের দমনে সরকারের ভূমিকার প্রেক্ষিতে অবস্থান নেওয়া - নির্বাচন কমিশনের নীরবতা বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার এবং সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করা, এবং নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষকরে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। নির্বাচন কমিশন সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারে নি - 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' আছে কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। নির্বাচনের সময়ে তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে - পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; ইন্টারনেটের গতি হ্রাস; মোবাইলের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ; জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা । ক্ষমতাসীন দল/ জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। নির্বাচনের প্রায় একবছর আগে থেকেই ক্ষমতাসীন দলের প্রচারণা লক্ষ করা যায়, যেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের সাথে প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের দশটি বিষয়ে অনুষ্ঠান ২৭টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে কেবল ডিসেম্বর মাসে মোট ১,৫৯,২৪১ সেকেন্ড সময় ধরে প্রচারিত হয় এছাড়া 'থ্যাংক ইউ পিএম' নামে একটি টিভি স্পট অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই তিনমাসে ১৩টি চ্যানেলে প্রচারিত হয়, 'আমরা বাংলাদেশের পক্ষে' নামে ৫৫টি টিভি স্পট ডিসেম্বর মাসে ২৫টি চ্যানেলে প্রচারিত হয়, যা সব মিলিয়ে প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ২০ কোটি ২ লাখ ৮৪ হাজার ৪৫ টাকা। বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারিত সংবাদে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের একক প্রাধান্য এবং বিরোধী দল/ জোটের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিটিভির সংবাদ প্রচারের ফলে কেবল ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনী প্রচারণা করার সুযোগ পেয়েছে।

বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে গেছে। এমনকি সংলাপে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়ার পরও নির্বাচনের সময় পর্যন্ত ধরপাকড় ও গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া সরকারবিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়া, প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, সহিংসতার কারণে বিরোধী দল প্রচারণায় অনেকখানি অপারগ ছিল। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের লঙ্ঘনের সাথে সাথে প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা, এবং এ ক্ষেত্রে গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় প্রার্থীরা গড়ে আইনে নির্ধারিত সীমার প্রায় তিনগুন পর্যন্ত অধিক ব্যয় করেছেন।।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' বলা গেলেও তা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' হতে পারে নি।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান প্রধান সুপারিশগুলো হচ্ছে -

১. সৎ, যোগ্য, সাহসী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে;

২. দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হতে হবে;

৩. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগসহ নির্বাচনী আচরণ বিধির বহুমুখী লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ও তার ওপর ভিত্তি করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৪. আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে তাদের ব্যর্থতা নিরূপণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্যোগ নিতে হবে;

৫. নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (ভোটার তালিকা হালনাগাদ, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র উত্তোলন ও জমা, প্রার্থীর আর্থিক তথ্য যাচাই, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি) ডিজিটালাইজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও গণ-মাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ সকল রাজনৈতিক দল, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নাগরিক সমাজ ও সংগঠন, ভোটার এবং সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে, এ গবেষণা নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।